কাব্যগ্রন্থ

দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

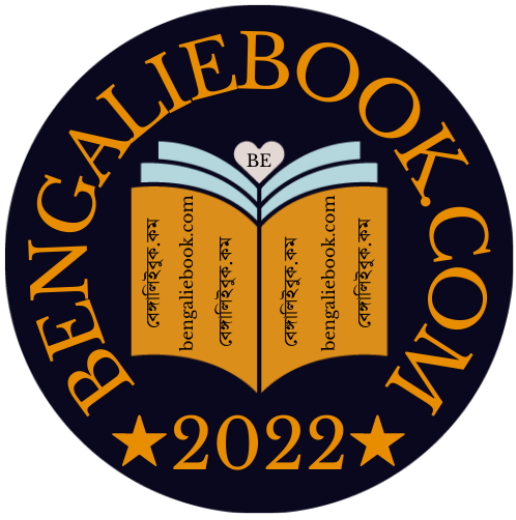

সূচিপত্র

ইচ্ছে হয় 4
এই জীবন..... 4
একজন মানুষের 5
একটা মাত্র জীবন..... 6
এখন..... 7
কথা আছে 7
কথা ছিল না 8
কবিতা লেখার চেয়ে 9
কবিতা হয় না..... 10
কবির মিনতি 11
কাছাকাছি মানুষের..... 12
কিছু পাগলামি 13
কৃত্তিবাস..... 14
কোথায় গেল, কোথায়..... 15
গুহাবাসী..... 16

গোল্লাছুট ১৭
চোখ নিয়ে চলে গেছে ১৮
ছিল না কৈশোর ১৯
দরজার পাশে ২০
দীর্ঘ কবিতাটির খসড়া ২১
দুঃখ ২২
দুর্বোধ্য ২৩
দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায় ২৪
দেখি মৃত্যু ৩৩
দ্বিখণ্ডিত ৩৪
নদীর ধারে ৩৫
নিজের কানে কানে ৩৫
নেই ৩৬
পুনর্জন্মের সময় ৩৭
ব্যর্থ প্রেম ৩৮
মনে পড়ে যায় ৩৯
মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো ৪০
মেলা থেকে ফেরা পথে ৪১

যবনিকা সরে যায়..... 43
যা চেয়েছি..... 43
যাত্রাপথ..... 44
লেখা শেষ হয়নি, লেখা হবে..... 45
শিল্প..... 47
সারাটা জীবন..... 48
সেই লেখাটা..... 48
হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ..... 49
হে পিঙ্গল অশ্বারোহী..... 50

ইচ্ছে হয়

এমনভাবে হারিয়ে যাওয়া সহজ নাকি
ভিড়ের মধ্যে ভিখারী হয়ে মিশে যাওয়া?
এমনভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গ থেকে ধুলোর মর্ত্যে
মানুষ সেজে এক জীবন মানুষ নামে বেঁচে থাকা?

রূপের মধ্যে মানুষ আছে, এই জেনে কি নারীর কাছে
রঙের ধাঁধা খুঁজতে খুঁজতে টনটনায় চক্ষু-স্নায়ু
কপালে দুই ভুরুর সন্ধি, তার ভিতরে ইচ্ছে বন্দী
আমার আয়ু, আমার ফুল ছেঁড়ার নেশা
নদীর জল সাগরে যায়, সাগর জল আকাশে মেশে
আমার খুব ইচ্ছে হয় ভালোবাসার
মুঠোয় ফেরা!

এই জীবন

বাঁচতে হবে বাঁচার মতন, বাঁচতে-বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক

আমি কিছুই ছাড়বো না, এই রোদ ও বৃষ্টি
আমাকে দাও ক্ষুধার অন্ন
শুধু যা নয় নিছক অন্ন
আমার চাই সব লাবণ্য

নইলে গোটা দুনিয়া খাবো!
আমাকে কেউ গ্রামে গঞ্জে ভিখারী করে
পালিয়ে যাবে?
আমায় কেউ নিলাম করবে সুতো কলে
কামারশালায়?
আমি কিছুই ছাড়বো না আর, এখন আমার
অন্য খেলা
পদ্মপাতায় ফড়িং যেমন আপনমনে খেলায় মাতে
গোটা জীবন
মানুষ সেজে আসা হলো,
মানুষ হয়েই ফিরে যাবো
বাঁচতে হবে বাঁচার মতন,বাঁচতে-বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক!

একজন মানুষের

সদ্য হাসপাতাল থেকে আসছি, সে এবার বেঁচে উঠবে
সমস্ত বিকেল এই বাতা উড়িয়ে দিল বাতাসে
বিশেষ সংস্করণে
ট্রামে বাসে চৌরাস্তায় সকলেই বলাবলি করছে যেন
কে বাঁচলো, কে পেয়েছে নিশ্বাস ইজারা
কেউ তাকে চিনুক বা না চিনুক, অনেকেই নামই শোনেনি
তবু যে মৃত্যুর পাশে অসংখ্য মৃত্যুর ঘোরে এই একবার
বেঁচে ওঠা

এর চেয়ে বড় কিছু আর নেই এ মুহূর্তে
যেন এক ম্লান দিনে কুসুম গন্ধের ঝড়,
যেন কোনো সিংহাসনে বসে আছে আমাদের
প্রিয়তম মুহূর্তটি
যারা খুব মেতে আছে শিল্পে বা বাণিজ্যে কিংবা
শিকার ও শিকারীর গাঢ় গল্পে
তাদের চোখের সামনে এসে আমি কিছুই শুনি না, আমি
প্রত্যেকটি কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলি,
বেঁচে উঠবে, সে এবার বেঁচে উঠবে
রয়টার ও রাষ্ট্রপুঞ্জে মনে হয় পাঠিয়ে দি একজন মানুষের
বাঁচার কাহিনী!

একটা মাত্র জীবন

একটা মাত্র জীবন তার হাজার রকম দুনিয়াদারি
এক জীবনে চক মেলানো উল্টো সোজা দিলাম পাড়ি
পায়ের তলায় মায়া সর্ষে, পায়ের তলায় ঝড়ের হাওয়া
ফুলঝরানো দিনের শেষে ফুল-বিলাসী কুহক পাওয়া
একটা মাত্র জীবন তার হাজার রকম দুনিয়াদারি!

স্বপ্নে আমার জীবনটাকে বদলেছিলাম সহস্রবার
স্বপ্ন ভাঙা অন্যজীবন ভাঙলো কত বন্ধ দুয়ার
এদিক ওদিক তাকাই আমার কূল মেলে না দিক মেলে না
খরচ হলো এক আধুলি খাতায় লেখা রাজ্য দেনা
একটা মাত্র জীবন তার হাজার রকম দুনিয়াদারি!

এখন

দারুণ সুন্দর কিছু দেখলে আমার একটু একটু
কান্না আসে
এমন আগে হতো না,
আগে ছিল দুরন্ত উল্লাস
আগে এই পৃথিবীকে জয় করে নেবার বাসনা ছিল
এখন মনে হয় আমার এই পৃথিবীটা
বিলিয়ে দিই সকলকে
পরশুরামের মতো রক্তস্নান সেরে
চলে যাই দিগন্ত কিনারে
যত সব মানুষকে চিনেছি, তাদের ডেকে বলতে ইচ্ছে হয়
নাও, যার যা খুশি নাও,

কথা আছে

বহুক্ষণ মুখোমুখি চুপচাপ, একবার চোখ তুলে সেতু
আবার আলাদা দৃষ্টি, টেবিলে রয়েছে শুয়ে
পুরোনো পত্রিকা
প্যান্টের নিচে চটি, ওপাশে শাড়ির পাড়ে
দুটি পা-ই ঢাকা
এপাশে বোতাম খোলা বুক, একদিন না-কামানো দাড়ি
ওপাশে এলো খোঁপা, ব্লাউজের নীচে কিছু
মসৃণ নগ্নতা

বাইরে পায়ের শব্দ, দূরে কাছে কারা যায়
কারা ফিরে আসে
বাতাস আসেনি আজ, রোদ গেছে বিদেশ ভ্রমণে।
আপাতত প্রকৃতির অনুকারী ওরা দুই মানুষ-মানুষী
দু' খানি চেয়ারে স্তব্ধ, একজন জ্বলে সিগারেট
অন্যজন ঠোঁটে থেকে হাসিটুকু মুছেও মোছে না
আঙুলে চিকচিকে আংটি, চুলের কিনারে একটু ঘুম
ফের চোখ তুলে কিছু স্তব্ধতার বিনিময়,
সময় ভিখারী হয়ে ঘোরে
অথচ সময়ই জানে, কথা আছে, ঢের কথা আছে।

কথা ছিল না

টিলার মতন উঁচু বাড়ির শিখরতলায়
আমার বসতি হবার কথা ছিল না
আমার কথা ছিল না সংবাদপত্র অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে
চোখ গরম মানুষের ভিড়ে বসে থাকার
রাস্তায় চলতে চলতে কেউ আমার মুখের সামনে হঠাৎ
চট করে একটা আয়না তুলে ধরলে
আমি চমকে উঠি, ভয় পাই, এ কে?
এমন গাম্ভীর্য, এমন ভুরুর ভাঁজ, কথা ছিল না,
কথা ছিল না।

হে জীবন, হে নদীতীরে গাছের তলায় শুয়ে থাকা জীবন,
হে জীবন, হে মেষপালকের সঙ্গীর অলস বাঁশীর সুরের জীবন,

হে দিনযাপন, হে সন্ধ্যার শ্মশানতলায় বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড়,
হে অভিমান, হে চোখাচোখির নীরবতা–
হে চিঠি না পাওয়ার দুঃখ, হে শেষ রাত্রির গান,
হে সুন্দর, হে প্রথম নীরাকে ছোঁয়ার হৃৎস্পন্দন,
হে অলস দুপুরের নিঃসঙ্গতা,
তোমরা আমায় ভুলে গেলে?
এ কোন্ কঠোর কপিশ জীবনে দিলে আমায় নির্বাসন!
হে ভূমধ্য সাগরের ভাসমান নাবিক, একটু থামো,
আমিও তোমার পাশে, একটু জায়গা দাও, তুলে নেব দাঁড়।

কবিতা লেখার চেয়ে

কবিতা লেখার চেয়ে কবিতা লিখবো লিবো এই ভাবনা
আরও প্রিয় লাগে
ভোর থেকে টুকটাক কাজ সারি, যেন ঘর ফাঁকা করে
সময়ে সুগন্ধ নিয়ে তৈরি হতে হবে
দরজায় পাহারা দেবে নিস্তব্ধতা, আকাশকে দিতে হবে
নারীর ঊরুর মসৃণতা, তারপর লেখা
হীরক-দ্যুতির মতো টৌবল আচ্ছন্ন করে বসে থাকে
কালো রং কবিতার খাতা
আমি শিস দিই, সিগারেট ঠোঁটে, দেশলাই খুঁজি
মনে ফুরফুরে হাওয়া, এবার কবিতা একটি নতুন কবিতা...
তবু আমি কিছুই লিখি না
কলম গড়িয়ে যায়, ঝুপ করে শুয়ে পড়ি, প্রিয় চোখে
দেখি শাদা দেয়ালকে, কবিতার সুখস্বপ্ন

গাঢ় হয়ে আসে, মনে-মনে বলি, লিখবো
লিখবো এত ব্যস্ততা কিসের
কেউ লেখা চাইলে বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, কাল দেবো, কাল দেবো
কাল ছোটে পরশু কিংবা তরশু কিংবা পরবর্তী সোমবারের দিকে
কেউ-কেউ বাঁকা সুরে বলে ওঠে, আজকাল গল্প উপন্যাস
এত লিখছেন
কবিতা লেখার জন্য সময়ই পান না।
বুঝি? না?
উত্তর না দিয়ে আমি জনান্তিকে মুখ মুচকে হাসি
ফাঁকা ঘরে, জানলার ওপার দূর
নীলাকাশ থেকে আসে
প্রিয়তম হাওয়া
না-লেখা কবিতাগুলি আমার সর্বঙ্গ
জড়িয়ে আদর করে, চলে যায়, ঘুরে ফিরে আসে
না-হয়ে ওঠার চেয়ে, আধো ফোটা, ওরা খুনসুটি
খুব ভালোবাসে।।

কবিতা হয় না

শাশ্বত সত্যের পাশে দাঁড় করাও তো ঐ ন্যাংটো
ভিখিরি বাচ্চাকে
উপনিষদের শ্লোকে ব্যাখ্যা করো গাড়ি বারান্দার নিচে
ফুটপাথে হলুদ খিচুড়ি
ঈশ্বরের কলার চেপে টেনে হিচড়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়
ময়না, দাসপুরে

মরিচঝাঁপিতে গেলে কার্ল মার্কসও বিব্রত হয়ে বলে উঠবেন
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে!

রুখু মাঠে হঠাৎ অচেনা কোনো মানুষের পাশে এলে
সত্যি মনে হয়
দেশোদ্ধারকারীরা সব পরে আছে উল্টো দিকে জামা
খেতে না-পাওয়া ও পাওয়া এর মধ্যে রয়ে গেছে
শহুরে ব্যাপারীদের শুধু বাক্ বিভূতির
তীব্র অপমান
মিথ্যের মিনার গড়া চতুর্দিকে, সজ্ঞান ভণ্ডামি, এর নাম
মানব সভ্যতা।

যদিও কবিতা লিখে কোনোদিন কেউ পারেনি এবং পারবে না
কোনো ব্যবস্থা বদলাতে
কবিরা উন্মার্গগামী, পলাতক, কেউবা চেঁচিয়ে হাততালি পায়
অথবা শিল্পের নামে খোলসে লুকোয়
তবু কেউ সায়াহ্নের ঈষদুষ্ণ কাল্পনিক যুবতীর
চোখ চমকানো রূপ বর্ণনার আগে
অকস্মাৎ রেগে গিয়ে
দু' একটা চাঁছাছোলা খেদ বাক্য লিখে ফেলে, যা আসলে
বলাই বাহুল্য,
কবিতা হয় না!

কবির মিনতি

কাঠগুদামের পাশে এক টুকরো পড়ো জমি

দুটি দুঃখী প্রাণ সেইখানে বসেছিল সন্ধেবেলা
একটু পরেই ওরা মিশে যাবে মলিন বাতাসে।
যেমন শালিক পাখি খানিকটা শব্দ রেখে যায়
যেমন সোনালি সাপ ঘাসের গোড়ায় ঢালে বিষ
সে রকমই ও দু'জন ওখানে কি একটুখানি দুঃখ ফেলে গেল?

যেন যায়, তাই যেন যায়!

আকাশের হুলনার সীমা নেই, মেঘগুলি মোহের প্রাচীর
বাতাস সহস্রবার উল্টে দেয় লঘু ইতিহাস
এমন কি কাঁটা ঝোপ, আগাছারও নেই কিছু মায়া?
তোমাদের কাছে এই কবির মিনতি, কেড়ে নাও
ওদের কিছুটা দুঃখ ভুলিয়ে ভালিয়ে কেড়ে নাও
ভুলে ফেলে যাওয়া কোনো রুমালের মতো এক টুকরো দুঃখ
যেন কাঠগুদামের পাশে পড়ে থাকে।

কাছাকাছি মানুষের

যারা খুব কাছাকাছি তাদের গভীরে যেতে যেতে
একদিন থেমে যাই, কেননা, এমন দূর পথ
যেতে হবে, তাও তো ছিল না জানা, যারা খুব চেনা
তাদের হৃদয় খুব জানাশোনা ভেবে বসে আছি
যত ভালোবাসা স্নেহ পাবার নিয়মে পেয়ে গেছি
কখনো ভাবিনি তার প্রত্যেকের ভিন্ন বর্ণচ্ছটা
প্রত্যেক হৃদয়ে বহু কুয়াশার ইন্দ্রজাল, মৃদু অভিমান
কাছাকাছি মানুষের বিশাল দূরত্ব দেখে থমকে গিয়ে দেখি

ফেরার রাস্তাও যেন মুছে গেছে, সেই থেকে আমি
কাছাকাছি মানুষের সুদূর রহস্যে মিশে আছি।

কিছু পাগলামি

জুলপি দুটো দেখতে দেখতে শাদা হয়ে গেল!
আমাকে তরুণ কবি বলে কেউ ভুলেও ভববে না
পরবর্তী অগণন তরুণেরা এসেছে সুন্দর ক্রুদ্ধ মুখে
তাদের পৃথিবী তারা নিজস্ব নিয়মে নিয় নিক!
আমি আর কফি হাউস থেকে হেঁটে হেঁটে হেঁটে
নিরুদ্দিষ্ট কখনো হবে না

আমি আর ধোঁয়া দিয়ে করবো না ক্ষিদের আচমন্!

আমি আর পকেটে কবিতা নিয়ে ভেরবেলা
বন্ধবান্ধবের বাড় যাবো না কখনো
হসন্তকে এক মাত্রা ধরা হবে কিনা এর তর্কে আর
ফাটাবো না চায়ের টেবিল
আর কি কখনো আমি সুনীলকে মিল দেব
কণ্ডেন্সড্ মিল্কে?

এখন ক্রমশ আমি চলে যাবো তুমি'-র জগৎ ছেড়ে
আপনি'-র জগতে
কিছু প্রতিরোধ করে, হার মেনে, লিখে দেব
দুটি প্রতিরোধ করে, হার মেনে, লিখে দেব
দুটি একটি বইয়ের ভূমিকা
আকস্মাৎ উৎসব-বাড়িতে পূর্ব প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হলে

তার হৃষ্টপুষ্ট স্বামীটির সঙ্গে হবে
রাজনীতি নিয়ে আলোচনা

দিন যাবে, এরকমভাবে দিন যাবে!
অথচ একলা দিনে, কেউ নেই, শুয়ে আমি আমি আর
বুকের ওপরে প্রিয় বই
ঠিক যেন কৈশোরে পেরিয়ে আসা রক্তমাখা মরূদ্যান
খেলা করে মাথার ভিতরে
জঙ্গলের সিংহ এক ভাঙা প্রাসাদের কোণে
ল্যাজ আছড়িয়ে তোলে গম্ভীর গর্জন
নদীর প্রাঙ্গণে ওই স্নিগ্ধ ছায়ামূর্তিখানি কার?
ধড়ফড় করে উঠে বসি
কবিতার খাতা খুলে চুপে চাপে লিখে রাখি
গতকালপরশুর কিছু পাগলামি!

কৃত্তিবাস

ছিলে কৈশোর যৌবনের সঙ্গী, কত সকাল, কত মধ্যরাত,
সমস্ত হল্লার মধ্যে ছিল সুতো বাঁধা, সংবাদপত্রের খুচরো গদ্য
আর প্রইভেট টিউশানির টাকার অর্ঘ্য দিয়েছি তোমাকে, দিয়েছি ঘাম,
ঘোরঘুরি, ব্লক, বিজ্ঞপন, নবীন কবির কম্পিত বুক, ছেঁড়া পাঞ্জাবি
ও পাজামা পরে কলেজপালঅনো দুপুর, মনে আছে মোহনবাগান
লেনের টিনের চালের ছাপাখানায় প্রুফ নিয়ে বসে থাকা ঘন্টার পর
ঘন্টা, প্রেসের মালিক কলতেন, খোকা ভাই, অত চার্মিনার খেও না,
গা দিয়ে মড়া পোড়ার গন্ধ বেরোয়, তখন আমরা প্রায়ই যেতাম
শ্মশানে, শরতের কৌতুক ও শক্তির দুর্দান্তপনা, সন্দীপনের চোখ মচকানো,

এর কী দুরন্ত নাচ
সমরেন্দ্র, তারাপদ আর উৎপলের লুকোচুরি, খোলা হাস্য
জমে উঠেছিল এক নদীর কিনারে, ছিটকে উঠেছিল জল, আকাশ
ছেয়েছিল লাল রঙের ধুলোয়, টলমল করে উঠেছিল দশ দিগন্ত, তারপর
আমরা ব্যক্তিগত জাতীয় সঙ্গীত গাইতে-গাইতে বাতাস সাঁতরে চলে
গেলাম নিরুদ্দেশে।

কোথায় গেল, কোথায়

যারা বারুদ ঘরে আগুন দিতে গিয়েছিল, তাদের তিনজন
এখন দেয়ালে ঝুলছে, আলাদা মুখ, একই রকম চাহনি
বাকি এগারোজন হারিয়ে গেল, কোথায় গেল, কোথায়?

আর কিছুদিন পর এই শতাব্দী নিঃশব্দে বিদায় নেবে
অনড় গম্ভীর মহাকুর্মের পিঠে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে দিয়ে লেখা
হবে হিসেব
যারা সিংহের মুখে লাগাম পরাতে গিয়েছিল, তাদের দুজন
শেষ পর্যন্ত পেয়েছে সিংহাসন, গালিচায় রেখেছে পায়ের ছাপ
বাকি সাতজন হারিয়ে গেল, কোথায় গেল, কোথায়?

আসবে নতুন মানুষ, গড়ে উঠবে নতুন সুখী সমাজ
বড় সমবেদনায় তারা একদিন পেছন ফিরে তাকিয়ে বন্দী
হয়ে পড়বে এক দুরন্ত ধাঁধায়
জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির দিকে সমান তালে নিঃশঙ্ক পা ফেলে
গিয়েছিল যে পাঁচজন
তাদের একজনেরও কোনো নাম বা মুখচ্ছবি নেই, তাহলে

সত্যি কি কেউ যায়নি?

গুহাবাসী

-চলে যাবে? সময় হয়েছে বুঝি?
-সময় হয়নি, তাই চলে যাওয়া ভালো
-এসো না এখনো এই গুহার ভিতরে খুঁজি
পড়ে আছে কিনা কোনো চুপচাপ আলো
-অথবা দু'জনে চলো বাইরে যাই?
-আমার এ নির্বাসন-দণ্ড আজ শেষ হবে?
ওসব হেঁয়ালি আমি বুঝি না, তোমাকে সবার
মধ্যে চাই
-বহুদিন জনারণ্যে কাটিয়েছি, উৎসবে-পরবে
পিঁপড়ের মতো আমি খুঁটেখুঁটে জমিয়েছি সুখ
উপভোগ
একদিন স্বচ্ছ এক হ্রদে দেখি আকস্মাৎ কার দীর্ঘছায়া
খুব কাছে
এদিকে ওদিকে চাই, কেউ নেই,
তবে কি আমারই মনোরোগ?
বস্তুর সৃষ্টির মধ্যে কাল-ঋণী ছায়া পড়ে আছে।
অন্ধকারে ছায়া নেই, তাই আমি গুহার আঁধারে
-আমাকে ডেকেছো কেন এই অবেলায়?
-ভেবেছি হয়তো ভুল, নরীর সুষমা বুঝি পারে
ভেঙে দিতে আলস্যের শীত, যদি স্পর্শের খেলায়
মুহূর্তে বিমূর্তে হয়, যদি চোখ....

-তবে তাই হোক, তবে তাই হোক
ভুল ভাঙা শুরু হতে দেরি করা ঠিক নয়
বিশেষত অন্ধকারে
-অন্ধকারে ফুল হলে ফুটে ওঠে নিষিদ্ধ লঘু লোভ
শৈশবের সব দুঃখ যে রকম ফিরে পেতে চাই
বার-বার
তুমিও দুঃখেরই মতো বড় প্রিয়, এই ওষ্ঠ বুক
-ওসব জানি না, দুঃখ বিংবা ছায়াটায়া এখণ থাকুক
ভুল ভাঙবার নামে আরও কিছু
ভুলকরা
এমন মধুর খেলা আর নেই
-তা হলে এবার বুঝলে,
গুহাটিকে মায়া বলে
উড়িয়ে দেওয়াটা হলো
এ জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ
ভুল!

গোল্লাছুট

মানুষ হলো সংখ্যা, আর সংখ্যার তো মন থাকে না!
কত মানুষ এলো, এবার কত মানুষ গেল?
তিন কিংবা তিনশো কিংবা পঁচিশ তিরিশ হাজার
শূন্য, শূন্য
ট্রেন লাইনের দু'পাশ জুড়ে পড়ে রইলো
মানুষ নয়, শূন্য, শূন্য, শূন্য

জলে কাদায় খাঁ খাঁ রোদে সংখ্যাগুলো
উল্টে পাল্টে শোয়, শুয়েই থাকে
আবার ঝড়ের ঝাপটা লাগে।
ধুলো বালির মতোই
ভাসে হাওয়ায়
কত মানুষ এলো, এবার কত মানুষ গেল?
গাছের ডালে কে ঝুললো, গাছ কেটে কে
বানালো তার বসত্
নদীর জলে ভাসলো শব, আবার কেউ
সাঁতরে গেল ওপার
কে কে গেল, ক'জন গেল, কারা ভেড়ার পালের মতন
বাঁশী শুনে পেছন ফিরলো
একটি ভেড়া, তিনটি ভেড়া, তিনশো ভেড়া,
একটি মানুষ, তিনটি মানুষ, তিনশো মানুষ
তিরিশ কিংবা পঞ্চাশ হাজার, লক্ষ মানুষ নাম থাকে না
শূন্য নিয়ে গোল্লাছুট খেলার মতন
ক'জন রইলো, ক'জন ফিরলো
নাম থাকে না, এসব খেলায় নাম থাকে না,
নাম থাকে না।

চোখ নিয়ে চলে গেছে

এই যে বাইরে হু হু ঝড়, এর চেয়ে বেশী
বুকের মধ্যে আছে
কৈশোর জুড়ে বৃষ্টি বিশাল, আকাশে থাকুক যত মেঘ,

যত ক্ষণিকা
মেঘ উড়ে যায়
আকাশ ওড়ে না
আকাশের দিকে
উড়েছে নতুন সিঁড়ি
আমার দু বাহু একলা মাঠের জারুলের ডালপালা
কাচ ফেলা নদী যেন ভালোবাসা
ভালোবাসার মতো ভালোবাসা
দু'দিকের পার ভেঙে
নরীরা সবাই ফুলের মতন, বাতাসে ওড়ায়
যখন তখন
রঙিন পাপড়ি
বাতাস তা জানে, নারীকে উড়াল দেয়ে নিয়ে যায়
তাই আমি আর প্রকৃতি দেখি না,
প্রকৃতি আমার চোখ নিয়ে চলে গেছে!

ছিল না কৈশোর

আমার প্রকৃতি প্রেম খুব-একটা ছিল না কৈশোরে
বসেছি নদীর ধারে, নদীকে দেখিনি, ছিল
ওপারে যাবার ছটফটানি
জীবনে দু'তিনবার, মাত্রই দু'তিনবার হেঁটে গেছি
বুক ভরা আকাশের নীচে
আমার ছিল না দুই সীমানা-পেরুনো লঘু লোভ
আমার গোপন

আমার দুঃখেরা ছিল দীন দুঃখী, অন্ধকারে, ছিল ওরা
ইঁট চাপা ঘাসের মতন কিছু বন্ধ অন্ধকারে
বনমর্মরের শব্দ ছাপিয়ে তুলেছি আমি উল্লাসের ভাঙা গানে
গানেরও ওপরে তুলে এই হেঁড়ে গলা।

আজ বহু দূরে এসে, কংক্রীট ছাদের নীচে,
সামনে খোলা কবিতার খাতা
আমি সেই কিশোরকে ফের দেখি, বসে আছে
নদীর ঢালুতে
আমি দেখি নদীটির পাশ ফেরা, দুপুরের বর্ণ-দ্যুতি
বাতাস দ্বিখণ্ড করে ডেকে ওঠে চিল
একটু একটু মন-খারাপ, কবিতার খাতা মুড়ে উঠে আসি
বারান্দায়, চুপ
আকাশ অচেনা লাগে, মায়াময় গাঢ় চোখে মনে হয়।
দিগন্তও খুব কাছে এগিয়ে এসেছে।

দরজার পাশে

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তোমায় হঠাৎ চুমুতে
চমকে দিয়েছি
ঝড়ের মধ্যে আলোর ঝলক, রূপালি চামচে
লাবণ্য পান
চোখ ছিল দ্রুত, হাতে বিদ্যুৎ, বুকে মেঘ-নাদ
দরজার পাশে
সব কথা শেষে বিদায়ের আগে যেমন সহসা

শেষ কথা থাকে
দরজার পাশে তেমনি নীরব, তেমনি থমকে
মুখোমুখি দেখা
দুটি নিশ্বাসে অরণ্যঘেরা পাথুরে দেশের
মৃদু পরিমল
ছুঁয়ে গেল এই ঘাম নুন মেশা শহুরে বাতাসে
দুই সমুদ্র
জীবন ছাপিয়ে অনন্তকাল, তার থেকে ছেঁচে
এক মুহূর্ত
না-লেখা কবিতা, না-পাঠানো চিঠি, না-হওয়া ভ্রমণ
না-দেখা স্বপ্ন।

দীর্ঘ কবিতাটির খসড়া

এই পৃথিবীর সঙ্গে একটা আলাদা পৃথিবী মিশে রয়েছে
অরণ্যের সঙ্গে এক সমান্তরাল অরণ্য
দুপুরের নির্জনতার মধ্যে অন্য এক নির্জনতা
আমাকে চমকে দেয়, এক এক সময় দারুণ চমকে দেয়
ভালোবাসার মুখমণ্ডল ঘিরে আছে অন্য এক ভালোবাসা
দীর্ঘশ্বাসের পাশে এক দীর্ঘশ্বাস
কোনো দিন একলা বিকেল বেলা গিয়ে দিঘির পাড়ে বসি,
তরঙ্গে তরঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় রক্তবর্ণ আকাশ
তখনো ঠিক আর একটি দিঘির পাশে অসংখ্য তরঙ্গের
সম্রাট হয়ে একজন একলা মানুষের বসে থাকা–
একজন একলা মানষ, জলের ইন্দ্রজালে সে দেখে সে একা নয়

সব দুঃখের হিম ঠাণ্ডা বিছানায় রয়েছে
আর একটি দ্বিতীয় দুঃখ
সমস্ত মসৃণ রাস্তার শিয়রে লক লক করে
আর এক ভুলে যাওয়া নিরুদ্দেশের পথ
আমাকে চমকে দেয়, এক এক সময় দারুণ চমকে দেয়...

দুঃখ

এক সময় দুঃখের কথা দুঃখের সুরে বলতাম
তখন দুঃখকে চিনতাম না
কিংবা দুঃখ ছিল না তখন, আকস্মিক
বৃষ্টিতে দুলতে বিষাদের পাতলা পর্দা
পৌনে তিনশো মাইল দূরে ছুটে গেছে দীর্ঘশ্বাস
অসংখ্য নীলখাম জঠরে নিয়ে গেছে
দুপুরবেলার অভিমান
ছেঁড়া চটি পায়ে দিন রাত ঘুরে ঘুরে
সঙ্গে বহন করতাম খালি পকেটের মতন
খুনখারাপ
হিরণ্ময় ভোরবেলাগুলির গায়ে লেগে থাকতো
হৃদয়-শোণিত।
সুখী ছিলাম, সুখী ছিলাম, ভীষণ সুখী ছিলাম না?

এখন কেউ এসে আমাকে দেখুক
আমার পরিচ্ছন্ন মুখ, আমার মসৃণ জীবন যাপন
চায়ের কাপের পাশে সিগারেট সমৃদ্ধ হাত

নিশীথ যবনিকা তছনছ করা সৌখিন দাপাদাপি
যে-কেউ দেখে ভাববে, আমি দুঃখকে চিনিই না।

দুর্বোধ্য

মাত্র বারো তেরো বছর বয়েস ছেলেটার, বললো, ওর মা, বাবা
কেউ নেই। অথচ আমার আছে, আমি তো এই দুঃখ পাইনি,
মনে হলো, হয়তো কোনো ভাবে আমি ওকে বঞ্চনা করেছি।

কোথায় থাকিস? জিজ্ঞেস করলাম ছেলেটিকে, সে বললো,
কোথাও না। কথা বলার সময় সে ঝকঝকে ভাবে হাসে।
পাশের একজন লোক বললো, ওর আবার থাকা না-থাকা
ও ছোঁড়া তো বারো হাটের কানাকড়ি!
এ তো নতুন কিছু খবর নয়, আকাশের নীচে কিংবা
গাছ পালার মৃদু প্রশ্রয়ে এখনো রয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। আমি
থাকি রীতিমত সৌখিন বাড়িতে, গৃহহীনদের কথা চিন্তা করে
আমার গৃহত্যাগ করার কোনো মানে আছে কি?

চায়ের দোকানের দাম মিটিয়ে আমরা উঠে পড়লুম।
তারপর গাড়ি চললো দুদান্ত গতিতে, দুপাশে
সজল সুন্দর প্রকৃতি, গ্রাম বাংলার বিখ্যাত সৌন্দর্য, এ সব
দেখে চোখ না-জুড়োনো অন্যায়।

তবু বারবার মাথার মধ্যে গুঞ্জরিত হয় এক প্রশ্ন ও
উত্তর :
তুই কোথায় থাকি?

কোথাও না!
কিন্তু একথা বলার সময়ও ছেলেটি হেসেছিল কেন?

দেখা হলো ভালোবাসা, বেদনায়

শব্দ মোহ বন্ধনে কবে প্রথম ধরা পড়েছিলুম আজ মনে নেই
কোনো এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে জলস্রোতের পাশে
অকস্মাৎ দেখা যেন ঠিক আর এক স্রোত
সমস্ত ধ্বনির পাশাপাশি অন্য এক ধ্বনি
জীবন যাপনের পাশাপাশি এক অদেখা জীবন যাপন...
এক একদিন মনে হয়, প্রত্যেক পথেরই বুকের মধ্যে রয়েছে
দিক-হারাবার ব্যাকুলতা
চেনা বাড়ির রাস্তা দুঃখে কাতরায় নিরুদ্দেশের জন্য
প্রত্যেক স্বপ্নের ভিতরে আর একটি স্বপ্ন, তার ভিতরে, তার
ভিতরে, তার ভিতরে...

নৌকোর গলুইতে পা ঝুলিয়ে বসার মতন প্রিয়
বালাকাল ছেড়ে একদিন এসেছি কৈশোরে
বাবার হাত শক্ত করে চেয়ে ধরে নিজের চোখের চেয়েও
অনেক বড় চোখ মেলে
পা দিয়েছিলাম এই শহরের বাঁধানো রাস্তায়
ছোট ছোট স্টিমারের মতো ট্রাম, মুখ-না-চেনা এত মানুষ
আর এত সাইনবোর্ড, এত হরফ, দেয়ালের এত পোশাক, ভোরের
কুয়াশার মধ্যেও যেন সব কিছুর জ্যোতি ঠিকরে আসে
আমার চোখে

ঘোড়াগাড়ির জানলা দিয়ে দেখা মুহুর্মুহু ব্যাকুল উন্মোচন
কেউ জানে না আমি এসেছি, তবু চতুর্দিকে এত সমারোহ
মায়ের গা ঘেঁষে বসা উষ্ণ আসনটি থেকে যেন আমি ছিটকে
পড়ে যাবো বাইরে, বাবা হাত বাড়িয়ে দিলেন
বাঁক ঘোরবার মুখেই হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠলো, গুলাবি রেউড়ি, গুলাবি রেউড়ি
কেউ বললো, পাথরে নাম লেখাবেন, কেউ বললো, জয় হোক
তার সঙ্গে মিশে গেল হ্রেষা ও লৌহ শব্দ
সদ্য কাটা রক্তাক্ত মাংসের মতন টাটকা স্মৃতির সেই বয়েস...

তারপর
একদিন আমি নিজেই ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম বাবার হাত
বাবা আমাকে ধরতে এসেছেন,
আমি আড়ালে লুকিয়েছি
বাবা আমাকে রাস্তা চেনাতে গেলে
আমি ইচ্ছে করে গেছি ভুল রাস্তায়
তাঁর উৎকণ্ঠার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে আমার ভয় ভাঙা
তাঁর বাৎসল্যকে ঠকিয়েছে আমার সব অজানা অঙ্কুর
তিনি বারবার আমায় কঠিন শাস্তি দিলে আমি তাঁকে
শাস্তি দিয়েছি কঠিনতর
আমি অনেক দূরে সরে গেছি...

প্রথম প্রথম এই শহর আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল তার
শিহরন জাগানো গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
ছেলেভোলানো দৃশ্যের মতন আমি দেখেছিলাম রঙিন ময়দান
গঙ্গার ধারের বিখ্যাত সূর্যাস্তে দারুণ জমকালো সব
সারবন্দী জাহাজ

ইডেন বাগানে প্যাগোডার চূড়ায় ক্যালেণ্ডারে ছবির মতন রোদ
পরেশনাথ মন্দিরের দিঘিতে নিরামিষ মাছেদের খেলা
বাসের জানলায় কাঠের হাত, দোকানের কাচে সাজানো
কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বই
প্রভাত ফেরীর সরল গান, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বাঁদরদের সঙ্গে পিকনিক
দুমাসে একবার মামাবাড়িতে বেড়াতে যাবার উৎসব...
ক্রমশ আমি নিজেই খুঁজে বার করি গোপন সব
ছোট ছোট নরক
কলাবাগান, গোয়াবাগান, পঞ্চাননতলা, রাজাবাজার
চিৎপুরের সুড়ঙ্গ, চীনে পাড়ার গোলোকধাম, সোনাগাছি, ওয়াটগঞ্জ, মেটেবুরুজ
একটু বেশি রাতে দেখা অজস্র ফুটপাথের সংসার
হাওড়া ব্রীজের ওপর দাঁড়ানো বলিষ্ঠ উলঙ্গ পাগলের
প্রাণখোলা বুককাঁপানো হাসি
চীনাবাদাম-ভাঙা গড়ের মাঠের গল্পের শেষে হঠাৎ কোনো
হিজড়ের অনুনয় করা কর্কশ কণ্ঠস্বর
আমায় তাড়া করে ফেরে বহুদিন
দশকর্ম ভাণ্ডারের পাশেগাড়িবারান্দার নীচে তিনটে কুকুর ছানার সঙ্গে
লাফালাফি করে একটি শিশু
কুকুরগুলোর চেয়ে শিশুটিই আগে দৌড়ে যায় ঝড়ের মতন লরির তলায়
সে তো যাবেই, যাবার জন্যই সে এসেছিল, আশ্চর্য কিছু না
কিন্তু পরের বছর তার মা অবিকল সেই শিশুটিকেই আবার
স্তন্য দেয় সেখানে
এইসব দেখে, শুনে, দৌড়িয়ে, জিরিয়ে।
আমার কণ্ঠস্বর ভাঙে, হাফ প্যান্টের নীচে বেরিয়ে থাকে
এক জোড়া বিসদৃশ ঠ্যাঙ

গান্ধী হত্যার বিকট টেলিগ্রাম যখন কাঁপিয়ে দেয় পাড়া
তখন আমি বাটখারা নিয়ে পাশের বস্তির ছেলেদের সঙ্গে
ছিপি খেলছিলাম...

ভেবেছিলাম আসবো, দেখবো, বেড়াবো, ফিরে যাবো, আবার আসবো
ভেবেছিলাম দূরত্বের অপরিচয় ঘুচবে না কখনো
ভেবেছিলাম এই বিশাল মহান, গম্ভীর সুদূর শহর
গা ছমছমে অচেনা হয়েই থাকবে
জেলেরা যেমন সমুদ্রকে, শেরপারা যেমন পাহাড়কে, তেমন ভারে
এই শহরকে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিতে চাইনি
এক সময় দুপুর ছিল দিকহীন চিলের ছায়ার সঙ্গে ছুটে যাওয়া
শৈশব মেশানো আলপথ, পুকুরের ধারে ঝুঁকে থাকা খেজুর গাছ
এক সময় ভোর ছিল শিউলির গন্ধ মাখা, চোখে স্থলপদ্মের স্নেহ
এক সময় বিকেল ছিল গাব গাছে লাল পিপড়ের কামড়
অথবা মন্দিরের দূরাগত টুংটাং
অথবা পাটক্ষেতে কচি অসভ্যতা
এক সময় সকাল ছিল নদীর ধারে স্কুল-নৌকোর প্রতীক্ষায়
বসে থাকা
অথবা জারুল বাগানে হঠাৎ ভয় দেখানো গোসাপের হাঁ
এক সময় সন্ধ্যা ছিল বাঁশ ঝাড়ে শাকচুন্নীদের
নাকিসুর শুনে আপ্রাণ দৌড়
অথবা বঞ্চিত রাজপুত্রদের কাহিনী
জামরুল গাছের নীচে
চিকন বৃষ্টিতে ভেজা
এক সময় রাত্রি ছিল প্রগাঢ় অকৃত্রিম নিস্তব্ধতা
মৃত্যুর কাছাকাছি ঘুম, অথবা প্রশান্ত মহাসমুদ্রে

আস্তে আস্তে ডুবে যাওয়া এক জাহাজ
গন্ধলেবুর বাগানে শিশিরপাতেরও কোনো শব্দ নেই
কোনো শব্দ নেই দিঘির জলে একা একা চাঁদের
অবিশ্রান্ত লুটোপুটির
চরাচর জুড়ে এক শান্ত ছবি, গ্রাম বাংলায়
মেয়েলি আমেজ মাখা সুখ
তার মধ্যে একদিন সব নৈঃশব্দ খান খান করে ভেঙে
সমস্ত সুখের নিলাম করা সুরে
জেগে উঠতো নিশির ডাক :
সস্তা না মূল? সস্তা না মূল...

কৈশোর ভেঙেছে তার একমাত্র গোপন কার্নিস
কৈশোরই ভেঙেছে
ভেঙে গেছে যত ঢেউ ছিল দূর আকাশগঙ্গায়
শত টুকরো হয়ে গেছে সোনালী পীরিচ
সে ভেঙেছে, সে নিজে ভেঙেছে
পাথরকুচির আঠা দুই চোখে লেগেছিল তার
রক্ত ঝরে পড়েছিল হাতে
তবুও সমস্ত সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে এসে
পা সেঁকে নিয়েছে গাঢ় আগুনের আঁচে
কৈশোর ভেঙেছে সব ফেরার নিয়ম
যেরকম জলস্তম্ভ ভাঙে
কৈশোর ভেঙেছে তার নীল মখমলে ঢাকা অতিপ্রিয় পুতুলের দেশ
সে ভেঙেছে অনুপম তাঁত
চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চুন, সুরকি, ধুলো
মৃত পাখিদের কলকণ্ঠস্বর উড়ে গেছে হাওয়ার ঝাপটে

যেখানে বরফ ছিল সেখানেই জলছে মশাল
যেখানে কুহক ছিল সেখানে কান্নার শুকনো দাগ
এখনো স্নেহের পাশে লেগে আছে ক্ষীণ অভিমান
আয়নায় যাকে দেখা, তাকেই সে ভেঙেছিল বেশি
কৈশোর ভেঙেছে সব, কৈশোরই ভেঙেছে
যখন সবাই তাকে সমস্বরে বলে উঠেছিল, মা নিষাদ
সেইক্ষণে সে ভেঙেছে, তার নিজ হাতে গড়া ঈশ্বরের মুখ
আমরা যারা এই শহরে হুড়মুড় করে বেড়ে উঠেছি
আমরা যারা ইট চাপা হলুদ ঘাসের মতন একদিন ইট ঠেলে
মাথা তুলেছি আকাশের দিকে
আমরা যারা চৌকোকে করেছি গোল আর গোলকে করেছি জলের মতন
সমতল
আমরা যারা রোদ্দুর মিশিয়েছি জ্যোৎস্নায় আর
নদীর কাছে বসে থেকেছি গাঢ় তমসায়
আমরা যারা চালের বদলে খেয়েছি কাঁকর, চিনির বদলে কাচ
আর তেলের বদলে শিয়ালকাঁটা
আমরা যারা রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা
মৃতদেহগুলিকে দেখেছি
আস্তে আস্তে উঠে বসতে
আমরা যারা লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলির মাঝখান দিয়ে
ছুটে গেছি এঁকেবেঁকে
আমরা যারা হৃদয়ে ও জঠরে জ্বালিয়েছি আগুন
সেই আমরাই এক একদিন ইতিহাস বিস্মৃত সন্ধ্যায়
আচমকা হুল্লোড়ে বলে উঠেছি, আঃ,
বেঁচে থাকা কি সুন্দর!

আমরা ধুসরকে বলেছি রক্তিম হতে, হেমন্তের আকাশে
এনেছি বিদ্যুৎ
আমরা ঠনঠননের রাস্তায় হাঁটুসমান জল ভেঙে ভেঙে
পৌঁছে গেছি স্বর্গের দরজায়
আমরা নাচের তাণ্ডব তুলে ভাঙিয়ে ডেকে তুলেছি মধ্যরাত্রিকে
আমরা নিঃসঙ্গ কুষ্ঠরোগীকে, পথভ্রান্ত জন্মান্ধকে, হাড়কাটার
বাতিল বেশ্যাকে বলেছি, বেঁচে থাকো
বেঁচে থাকো
হে ধর্মঘটী, হে অনশনী, হে চণ্ডাল, হে কবরখানার ফুলচোর
বেঁচে থাকো
হে সন্তানহীনা ধাইমা, তুমিও বেঁচে থাকো, হে ব্যর্থ কবি, তুমিও
বাঁচো, বাঁচো, হে আতুর, হে বিরহী, হে আগুনে পোড়া সর্বস্বান্ত, বাঁচো
বাঁচো জেলখানায় তোমরা সবাই বাঁচো হাসপাতালে তোমরা
বাঁচো, বাঁচো, বেঁচে থাকো, উড়তে থাক নিশান, জ্বলুক বাতিস্তম্ভ
হাড় পাঁজরায় লেপটে থাক শেষ মুহূর্ত ভূমিকম্প
অথবা বজ্রপাতের মতন আমরা তুলেছি বেঁচে থাকার তুমুল হুঙ্কার
ধ্বংসের নেশায়, ধ্বংসকে ভালোবেসে আমরা চেয়েছি জন্মজয়ের প্রবল।
উত্থান।

যারা অপমান দিয়ে চকিতে মিলিয়ে গেছে পথের বাঁকে, তারা।
হয়তো ভুলে গেছে, আমি ভুলিনি
স্মৃতির মধ্যে ঢুকেছিল বীজ, একদিন তা মহীরুহ হয়েছে
সমস্ত গভীরতার চেয়ে গভীর পাতালতম প্রদেশে তার শিকড়
সমস্ত উচ্চতার চেয়ে উঁচুতে অভ্রংলিহ তার শিখর
তার হিরণ্য ডালপালায় বসেছে এক পাখি যার হীরে কুচি চোখ
বহুদিনের অতীত ভেদ করে সে বলেছে, প্রতীক্ষায় আছি

আমার সারা শরীরে ঝাঁকুনি লাগে, কার জন্য প্রতীক্ষা?
কিসের জন্য প্রতীক্ষা?
আমি বিহ্বল হয়ে আকাশের দিকে তাকাই, আকাশকে মনে হয়
বারুদখানা
আমি বৃষ্টির মধ্যে সরু হয়ে হেঁটে যাই, বৃষ্টিকে মনে হয়
তেজস্ক্রিয়
আমি জানলার গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার প্রাণ-প্রতিমাকে
প্রশ্ন করি, জানো, কার জন্য প্রতীক্ষা?
কিসের প্রতীক্ষা?
এ তো প্রতিশোধ নয়, প্রতিশোধের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক মনোরাজ্য
যার কামারশালায় বিচ্ছুরিত শব্দের ফুলকি সর্বক্ষণ
ঘিরে রাখে আমার
একলা সময়
আসলে আমার একাকিত্ব নেই, আমার নির্জনতা নেই, মুক্তি নেই
এক একদিন এই শহর স্তব্ধ হয়ে যায়
এক একদিন এই চোখে দেখা জগতে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়
সমস্ত জনপ্রাণী
সেই মাতৃগর্ভের মতন নিবাত নিষ্কম্প অস্তিত্বের মধ্যেও
জেগে থাকে আদিম শব্দ
সমস্ত জাগরণের পাশে সেই এক মহা জাগরণ
সমস্ত ধ্বনির চেয়ে সেই এক আলাদা ধ্বনি
তখন সমস্ত অন্ধকারের পাশে এসে দাঁড়ায়।
এক অন্য অন্ধকার
স্পষ্ট চেনা যায় এক একবার, আবার চেনা যায় না
গভীর অতলের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ আঁকড়ে ধরি

ভাসমান তৃণ
এই নিমজ্জন ও ভেসে ওঠা, বারবার, যেন শরীরের মধ্যেই
শরীরকে খোঁজাখুঁজি
যেমন নারীর ভিতরে নারীকে, তার ভিতরে এক অন্য নারী, যেমন
স্তন ও কোমরের খাঁজে অন্য এক
রূপের চোখ ফাটানো বিভা,
তার ভিতরে অন্য এক, তার
ভিতরে, তার ভিতরে,
যেমন স্বপ্নের মধ্যে
স্বপ্ন...

এমনকি যেখানে সুন্দর অতি প্রথাসিদ্ধ, অরণ্যে বা পাহাড় চূড়ায়
যেখানে মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় মেতে থাকে মেঘ ও রৌদ্রের প্রভুরা
সেখানে সমস্ত আলোর পাশে উড়তে থাকে আরও একটি আলোর পর্দা
সমস্ত বৃক্ষের মাথা ছাড়িয়ে উঠে আসে আর একটি বৃক্ষ, তার
হিরণ্য ডালপালা নিয়ে
সেখানে বসে থাকে একটি পাখি, যার হীরে কুচি চোখ
অচেনাতম কণ্ঠস্বরে সে বলে ওঠে, মনে আছে? প্রতীক্ষায় আছি!
তখনই শৃঙ্খলের মতন ঝনঝনিয়ে ওঠে নাদব্রহ্ম, তখনই
ছ' নম্বরের দিকে ব্যাকুলভাবে চায় পাঁচটি ইন্দ্রিয়
কার প্রতীক্ষা? কিসের জন্য প্রতীক্ষা? উত্তর পাই না
যদিও জানি, এই নীলিমার পরপারে নেই আর অন্য নীলিমা
মৃত্যুর ওপারে জীবন!

ছায়ার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে ছায়া, সমান দূরত্ব রেখে
যমজের মতো ছুটে যায়

অথবা হ্রদের পাশে খুব শান্তভাবে বসে থাকা, যেন দু'রকম জলের কিনারে
দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়,দেখা হলো, দেখা হলো
রোদ্দুরের মধ্যে ওড়ে কার্পাস তুলোর বীজ,
এত মায়া, এত বেশি মায়া
সব কিছু এক জীবনের নর্ম সহচর, দেখা হলো, আরক্ত সন্ধ্যায়
দেখা হলো
দেখা হলো নারী ও নৈরাজ্য, কয়েক ফোঁটা ছন্নছাড়া কান্না বিন্দু
পড়ে রইলো ঘাসে
এদিকে ওদিকে জাগে আকস্মিক হাতছানি, যে-কোনো নদীর বাঁকে
চোখের ইশারা
দেখা হলো, পাথরের বুকে ঘুম, নদীর দর্পণে লুপ্ত সভ্যতার সঙ্গে
দেখা হলো
জননী-চুম্বক ছেড়ে আরও দূরে দেখা হলো নিভৃত শিল্পের বড়
মর্মভেদী টান
দেখা হলো, দেখা হলো, দেখা...

দেখি মৃত্যু

আমি তো মৃত্যুর কাছে যাইনি একবারও
তবুও সে কেন ছদ্মবেশে
মাঝে মাঝে দেখা দেয়।
এ কেমন অভদ্রতা তার?
যেমন নদীর পাশে দেখি এক চাঁদ খসা নারী
তার চুল মেলে আছে
অমনি বাতাসে ওড়ে নশ্বরতা

ভয় হয়, বুক কাঁপে, সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে!
যখনই সুন্দর কিছু দেখি,
যেমন ভোরের বৃষ্টি
অথবা অলিন্দে লঘু পাপ
অথবা স্নেহের মতো শব্দহীন ফুল ফুটে থাকে।
দেখি মৃত্যু, দেখি সেই গোপন প্রণয়ী!
ভয় হয়, বুক কাঁপে সব কিছু দিয়ে যেতে হবে!

দ্বিখণ্ডিত

লঙ্গরখানায় একবার আমি তুলে নিই পরিবেশনের হাতা
পরেরবার আমিও বসে পড়ি ওদের সঙ্গে
আমিই ভিখারী ও অন্নদাতা
আমিই বহিরাগত ও মাটির মানুষ
পদ্মপাতায় গরম গরম খিচুড়ি, আমার পেটে জ্বলছে বহুকালের খিদে
মাথার ওপরে হিঙ্গলগঞ্জের বিষণ্ণ মেঘলা আকাশ
আমার ডান হাত ও বাঁ হাত দুটিই ব্যস্ত
খাওয়া ও মাছি তাড়ানোয়
তৃতীয় হাতা খিচুড়ির জন্য আমার জিভে জল পড়ে
এর আগে আমি নিজেই দুহাতার বেশী কারুকে দিইনি
আমি ভিখারীগুলির উদ্দশ্যে বলি, এই চোপ, চোপ!
পরমুহূর্তেই স্বেচ্ছাসেবীদের বলি, শালা!
তারপর বাতাস, আঁশটে গন্ধ ও দিগন্তবিস্তৃত জলের
কিনারায় দাঁড়িয়ে
আমি মনুষ্যজন্ম শেষ করে অদৃশ্য হয়ে যেতে চাই।

নদীর ধারে

নদীপ্রান্তে বসে আছে এক উন্মাদ, আমি প্রথমে তাকে কবি ভেবেছিলাম। বস্তুত তাকে দার্শনিকও বলা যাবে, না কেন না সে জানে না চশমা বদলাতে। নদীর সঙ্গীত বা সূর্যাস্তের চিত্র প্রর্শনীতেও তার চোখ কান নেই, সে তার লম্বা আঙুলে চুলেখ জট ছাড়াচ্ছিল। নদীপ্রান্তের সেই উন্মাদকে নদীর ধারের পাগলাও বলা যায়, সে এমন উলঙ্গ কিংবা ন্যাংটো। কিছুতেই তাকে কবি বলা যাবে না, কারণ তার একাকিত্ব বোধ নেই, সে প্রেমিক নয়, কারণ সে জানে না আত্মরতি, সে নিতান্তই একটা পাগলা, সে নদীকে লাথি মারছিল। নদী তাকে ভয় দেখাবার জন্য ফুলে ফেঁপে উঠলো, দিগন্ত কাঁপিয়ে হা-হা শব্দ, চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ তোলপাড়, আকাশ নিচু হয়ে এলো, তবু সেই একলা পাগল নদীকে লাথির পর লাথি মেরে যায়। তারপর তার মাথার ওপরে ঘোর বজ্র গর্জন হতেই হাত তুলে সে জমিদারি গলায় বলে ওঠে, আবার!

নিজের কানে কানে

এক এক সময় মনে হয়, বেঁচে থেকে আর লাভ নেই
এক এক সময় মনে হয়
পৃথিবীটাকে দেখে যাবো শেষ পর্যন্ত!
এক এক সময় মানুষের ওপর রেগে উঠি
অথচ ভালোবাসা তো কারুকে দিতে হবে
জন্তু-জানোয়ার গাছপালাদের আমি ওসব

দিতে পারি না
এক এক সময় ইচ্ছে হয়
সব কিছু ভেঙেচুরে লন্ডভন্ড করে ফেলি
আবার কোনো কোনো বিরল মুঞ্জূর্তে
ইচ্ছে হয় কিছু এককটা তৈরি করে গেলে মন্দ হয় না।

হঠাৎ কখনো দেখতে পাই সহস্র চোখ মেলে
তাকিয়ে আছে সুন্দর
কেউ যেন ডেকে বলছে, এসো এসো,
কতক্ষণ ধরে বসে আমি তোমার জন্য
মনে পড়ে বন্ধুদের মুখ, যারা শত্রুদের, যারাও হয়তো কখনো
আবার বন্ধু হবে
নদীর বিনারে গিয়ে মনে পড়ে নদীর চেয়েও উত্তাল সুগভীর নারীকে
সন্ধের আকাশ কী অকপট, বাতাসে কোনো মিথ্যে নেই,
তখন খুব আস্তে, ফিসফিস করে, প্রায়
নিজেরই কানে-কানে বলি,
একটা মানুষ জন্ম পাওয়া গেল, নেহাৎ অ-জটিল কাটলো না!

নেই

খড়ের চালায় লাউ ডগা, ওতে কার প্রিয় সাধ লেগে আছে
জলের অনেক নিচে তুলসীমঞ্চ, সেইখানে ছোঁয়া ছিল অনেক প্রণাম
রান্নাঘরটিতে ছিল কিছু ক্ষুধা, কিছু স্নেহ, কিচু দুর্দিনের খুদকুঁড়ো
উঠোনে কয়েকটি পায়ে দাপাদাপি, দু'খুঁটিতে টান করা ছেঁড়া ডুবে শাড়ি
পাশেই গেয়ালঘর, ঠিক ঠাকুমার মতো সহ্যশীলা নীরব গাভীটি
তাকে ছায়া দিত এক প্রাচীন জামরুল বৃক্ষ, যায় ফল খেয়ে যেত পোকা

পাটের ছবির মতো চুরি করা মাছ কুখে বিড়ালের পালানো দুপুর
সবই যেন দেখা যায়, অথচ কিছুই নেই, চতুর্দিকে জলের কল্লোল
এখন রাত্রির মতো দিন আর রাতগুলি আরও বেশি অতিকায় রাত
জননী মাটির কাছে মানুষের বুক ছিল, মাটিকে ভাসিয়ে গেছে মাটির দেবতা।

পুনর্জন্মের সময়

নদীর সঙ্গে খেলা শুরু করবার মুহূর্তে
আমার অন্ধকার পছন্দ হয়নি
আমি নক্ষত্রলোককে সংস্কৃত থেকে আনুবাদ করা ভাষায়
ডাক দিয়ে বললাম, আলো দেখাও!
চাঁদের অভিমান হয়েছিল, কিন্তু নীহারিকাপুঞ্জ
নিচু হয়ে এলো
কেনো দৈব-নির্দেশ ছাড়াই বাতাস উড়িয়ে নিলো
নদীটির ওড়না
আমার শরীরে অসহ্য উত্তাপ, আমি
সূর্যলোকোর আগন' ক
শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া খুলে
ঝাঁপ দিলাম
নগ্ন
জলস্রোতে
দু'পাশে উদগ্রীব অরণ্য, ধোপার কাপড় কাচার
শব্দের মতন হরিণের ডাক
আমাদের ভিজে-ভিজে খেলা শুরু হয়
নদীর ছোট্ট কোমল স্তন ও

পারস্য চুরিকার মতন উরুদ্বয়ে
আমি দিই গরম আদর
তারপর মৃত্যু ও জীবন, জবিন ও মৃত্যু
তারপর জেগে ওঠে নাদ ব্রহ্ম
অন্তরীক্ষে ধ্বনিত হয় ওঁং শান্তি
চুন ভেজানো জলের মতন পাতলা আলোয়
পুনর্জন্মের সময় আমি শুনতে পাই
আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তদিদের জন্য অতীত-পুরুষরা
রেখে যাচ্ছে বিষন্ন দীর্ঘশ্বাস ভরা শুভাশিস।।

ব্যর্থ প্রেম

প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমই আমাকে নতুন অহঙ্কার দেয়
আমি মানুষ হিসেবে একটু লম্বা হয়ে উঠি
দুঃখ আমার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত
ছড়িয়ে যায়
আমি সমস্ত মানুষের থেকে আলাদা হয়ে এক
অচেনা রাস্তা দিয়ে ধীরে পায়ে
হেঁটে যাই

সার্থক মানুষদের আরো-চাই মুখ আমার সহ্য হয় না
আমি পথের কুকুরকে বিস্কুট কিনে দিই
রিক্সাওয়ালাকে দিই সিগারেট
অন্ধ মানুষের শাদা লাঠি আমার পায়ের কাছে
খসে পড়ে
আমার দু'হাত ভর্তি অঢেল দয়া, আমাকে কেউ

ফিরিয়ে দিয়েছে বলে গোটা দুনিয়াটাকে
মনে হয় খুব আপন

আমি বাড়ি থেকে বেরুই নতুন কাচা
প্যান্ট শার্ট পরে
আমার সদ্য দাড়ি কামানো নরম মুখখানিকে
আমি নিজেই আদর করি
খুব গোপনে

আমি একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ
আমার সর্বাঙ্গে কোথাও
একটুও ময়লা নেই
অহঙ্কারের প্রতিভা জ্যোতির্বলয় হয়ে থাকে আমার
মাথার পেছনে

আর কেউ দেখুক বা না দেখুক
আমি ঠিক টের পাই
অভিমান আমার ওষ্ঠে এনে দেয় স্মিত হাস্য
আমি এমনভাবে পা ফেলি যেন মাটির বুকেও
আঘাত না লাগে
আমার তো কারুকে দুঃখ দেবার কথা নয়।

মনে পড়ে যায়

ভালোবাসার জন্য কাঙালপনা আমার গেল না এ জীবনে
আমার গেল না কাঙালপনা এ জীবনে ভালোবাসার জন্য

যে-সব নদী শুকিয়ে গেছে, মরে ভূত হয়ে হারিয়ে গেছে
যে-সব আগাছা ভরা দুঃখী মাঠ উধাও হয়ে গেছে জনারণ্যে
ছেলেবেলায় শিউলি ফুল, কার্নিশে আটকানো ছেঁড়া ঘুড়ির
ফরফর শব্দ
কিছুই হারাতে দিতে ইচ্ছে করে না, যেন সবাই ফিরে আসবে
অন্ধকার সুড়ঙ্গের ওপাশে আলো যেমন ফিরে আসে স্মৃতির মধ্যে
যেমন নব যৌবনা নারীদের উপহাস ঝনঝন করে বাজে ঝর্নায়
কোনোদিন হারায় না, অবিরল পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে
কত রকম রং মেলানো দেশে
পুরোনো বাড়ির অন্ধকার ঘরে শূন্যতার মধ্যেও এক
বিশাল হাঁ করা শূন্যতা চেয়ে থাকে
আকাশ মিলিয়ে যায়, জোয়ারে ভেসে যায় বন্ধুত্ব, আয়ু
এরই মধ্যে এক দমকা হাওয়া এসে সান্ধ্য ভাষায় প্রশ্ন করে :
মনে আছে?
তখনই ছটফটিয়ে ওঠে বুক, সমস্ত বিচ্ছেদের দুঃখ
মনে পড়ে যায়।

মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো

মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো, শালিকেরা ফেলে যায় খড়কুটো
চৈত্রের বাগানে
ব্যস্ত কাঠবিড়ালির পায়ে পায়ে ঘোরে মৃত্যু, তুলে নিয়ে এসো,
যে রকম শীতে
উড়ে যায় তুলো-বীজ, বাগানের গর্ভগৃহে রেশমি কোমল
বিকেলের আঁচ

মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো, পাহাড় চূড়ায় আনন, ঈগলেরা মৃত্যু
খুব ভালোবাসে
বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে উড়ে যায়, মৃত্যুর রুমাল উড়ে যায়,
নদী প্রান্তে একা
কেউ বসে আছে কারো প্রতীক্ষায়, নিচু ঝোপে সাপের খোলস,
হেমকান্তি ফুল
দেখা হবে সন্ধ্যাবেলা, মৃত্যু মুখে নিয়ে এসো, ওষ্ঠে ওষ্ঠ ছুঁয়ে
পান করা হবে
সুউচ্চ মিনারে জ্বলে রাত্রি, যেন কোনো এক বারুদখানায়
লেগেছে আগুন
তার পাশ দিয়ে চলা, খুব শান্ত, সন্ন্যাসীর ঘুমের মতন
প্রকৃত স্তব্ধতা
এ রকমই কথা ছিল, আমার তোমার মৃত্যু কাছাকাছি এসে
ভাব করে নেবে।

মেলা থেকে ফেরা পথে

ভাঙা-বিকেলের শেষে মেলা থেকে যারা ফিরেছিল
চেনা পথে
তারা কি সবাই ফিরে গেছে ঠিকঠাক
রক্তাক্ত দিগন্ত দেখে কেউ ছুটে যায়নি ওপারে?

অন্ধকারে নেমে এলে
আমরা এক
অন্য পৃথিবীতে

বেঁচে থাকি
দু' পাশে অব্যক্ত বন, টিলার উৎরাই ধরে
যেতে যেতে
মনে হয় সকলই অচেনা
কার ছিল ঘর বাড়ি
ছিল নারী
স্নেহ প্রেমে মায়ার সংসার?
ছলচ্ছল শব্দ করে চলে গেল যে-ঝর্নাটি
সে কি ছিল?
অথবা এইমাত্র জন্ম ছিল?
চিরকাল আকাশ বলেছি যাকে
চোখ তুলে দেখি সেই
আজ মহাকাশ
আমার সঙ্গে লাগে মৃত নক্ষত্রের হিম ধুলো
পথে যা ঝিমঝিম করে
তাও বুঝি নীহারিকা আলো?

মেলা থেকে ফেরা পথে কোনো একদিন আমি
নিশ্চিত দেখেছি
বিপরীতমুখী এক মন-হারা
একলা মানুষ
তার কোনো ভাষা নেই, অনন্তকালের যাত্রী,
সে কিছু দেখে না
সপ্তম দিগন্ত পার হয়ে যেন সে চলেছে
অষ্টমের দিকে
আমি কত দূরে যাবো কিছুই জানি না।

যবনিকা সরে যায়

যবনিকা সরে যায়, দেখি দূর অন্ধকার স্মৃতির ওপারে
শতশত বন্দিশালা, ভরে আছে ঝুল কালি ধোঁয়া
অথবা পুজোর ঘণ্টা, অথবা মদির লাস্য গীত
এ এমন কারাগার, যেখানে প্রহরীবৃন্দ বড় বেশি পরিহাসপ্রিয়
শব্দের আহ্লাদে তারা লোহার বদলে আনে সোনার শৃঙ্খল।

যবনিকা সরে যায়, দেখি এক অসত্য সমাজে
অলীক কুনাট্য রঙ্গে রাঢ় বঙ্গ ঝুঁদ হয়ে আছে
উচ্ছিষ্ট ভোজীরা মেতে আছে লোভী প্রতিযোগিতায়
বিজ্ঞ ও ভাঁড়েরা যেন ব্যর্থ হয়ে করে নেয় ভূমিকা বদল।

যবনিকা সরে যায়, দেখি সব দৃশ্যকে পেরিয়ে অন্য আলো
ভয় ভেঙে, কান্না ভেঙে বিপন্নেরা বেরিয়ে এসেছে রাজপথে
রক্ত লোলুপের ঝাড় থেকে উঠে এলো কোনো প্রকৃত মহান রক্তদাতা
সপ্তরথী ঘেরা তবু ঘোর যুদ্ধে মেতে আছে খর্বকায় একাকী ব্রাহ্মণ
এক একটি দেয়াল ভাঙে, হুহু করে আসে সুবাতাস
কিছু গ্লানি মুছে ফেলে উনবিংশ শতাব্দীটি পাশ ফিরে শোয়।

যা চেয়েছি

একটুখানি মৃত্যু দেবে
কিছুক্ষণের ভীষণ রকম মরণ?
স্কুল পালানো ছেলের মতন

ছুটতে ছুটতে তোমার কাছে।
পিছন পিছন ভয় খাওয়ানো হাওয়া
সমস্তক্ষণ বাঁচতে বাঁচতে
ভিড়ের মধ্যে বাঁচতে বাঁচতে
বাঁচা আমার বোপা বাড়ির কাপড়
আর সকলে বেঁচে বর্তে
ধুলোর মর্ত্যে খেলা করুক
শুনুক সোনা-রুপোর ঝনঝনানি
আমার চাই অবগাহন
এক নিমেষে হারিয়ে যাওয়া
যেমন কোনো দৃষ্টিহীনের স্বপ্ন
নীরব ঘর, সুখ চাহনি
বাহুর ঘেরে আলোকলতা
আর কিছু না, আমার বেশি চাই না
চাই না প্রেম স্নেহ মমতা
সার্থকতা এক জীবনের
শুধু মৃত্যু অমর ভাবে মরণ!

যাত্রাপথ

একটু আধটু বিপদ ছিল পথের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো
তার মধ্যে যাত্রা এবং দুই আঙুলে অনেক দিনের ব্যথা
পকেট ভরা নাম ঠিকানা, এবং তারা সবাই নির্বাসিত
তবু কোথাও যেতে হবে, বেলা শেষের আগেই যাওয়ার কথা।

যেদিন খুব তাড়া আমার, সেদিনই সব হুড়মুড়িয়ে নামে
অকাল মেঘ চমকে দেয় সারা আকাশ, বৃষ্টি আসে হামলে
সামনে হঠাৎ গজিয়ে উঠলো পাহাড়, নাকি ভুঁইফোঁড় গাছপালা
চতুর্দিকে শিসের শব্দ, চতুর্দিকে ভয়ের শব্দ, অশরীরীর শ্বাস।

এই রকম হবার কথা, কোনোদিনই তো ঠিক পথ বাছিনি
যে-জল আমার বিষম চেনা, ডুব দিইনি কখনো সেই জলে
যেমনভাবে হারিয়ে যাবার কথা ছিল, তেমনভাবে হারানোও তো হলো না
বিশ্বাসের কষ্ট ছিল, ভালোবাসার ভুল ছিল কি? সব কিছু তাই
ধরা ছোঁয়ার বাইরে?

লেখা শেষ হয়নি, লেখা হবে

আমিও লিখেছি তার একইসঙ্গে পবিত্র ও লোভনীয় ওই–
দুই শুভ্র স্তনের মাধুরী নিয়ে,
তবু লেখা শেষ হয়নি, আরো অনেকেই লিখে যাবে,
‘ফেরা’ এই শব্দটিকে
ঘুরে ফিরে আর কেউ কেউ দেবে
নতুন ঝঙ্কার,
এখনো জন্মায়নি, সেই নতুন কবিতা তার
কোমরের বাঁক দেখে
পেয়ে যাবে নদীর উপমা,
অসম্ভব শব্দটিকে, নেপোলিয়ানের মতো
অনেকেই
বারবার কেটে কুটে

তিনমাত্রা করে নেবে শেষে,
নিভৃত গোলাপ তার পাপড়ি মেলে দাবি করবে
আর একটি কবির,
উঁচু নিচু মানুষেরা সাম্য পাবে গদ্য কবিতায়,
কবরখানার ফুল-চোর অকস্মাৎ দেখতে পাবে
সেও বন্দী
ছন্দ মিলে কঠিন বন্ধনে।
ভালোবাসা আর ঈর্ষা একই মন্দিরের মধ্যে
ঘেঁষাঘেঁষি করে
থেকে যাবে,
বুদ্ধ পূর্ণিমার রাত্রে
নাস্তিকেরা বসে থাকবে
আকাশ ভাসানো ঠাণ্ডা নরম আলোয় মাথা পেতে,
উল্লাস শব্দটি বড় নীল
ও কি ভ্রমে কোনোদিন হয়েছে ধূসর?
এমনকি অন্ধকারে বাদামী মেঘেরা জানে
উল্লসিত হৃদয় বদলাতে
এরই মধ্যে হাহাকার বাতাসকে করে দেয় কালো।
সে কথাও লেখা হবে, কেউ লিখে যাবে,
মানুষের দুঃখ দূর হতে হতে
ততদিনে, আশা করা যাক
হারাবে না সমস্ত সুন্দর।

শিল্প

শিল্প তো সার্বজনীন, তা কারুর একলার নয়
এ কথা ভাবলেই বড় ভয় লাগে, এই সত্য ঘোর শত্রু
ভয় লাগে, বড় ভয় লাগে।

নীরা নাম্মী মেয়েটি কি শুধু নারী? মন বিঁধে থাকে
নীরার সারল্য কিংবা লঘু খুশী,
আঙুলের হঠাৎ লাবণ্য কিংবা
ভোর ভোর মুখ
আমি দেখি, দেখে দেখে দৃষ্টিভ্রম হয়
এত চেনা, এত কাছে, তবু কেন এতটা সুদূর
নীরার সূপের গায়ে লেগে আছে যেন শিল্পচ্ছটা
ভয় হয়, চাপা দুঃখ হিম হয়ে আসে।

নীরা, তুমি বালিকার খেলা ছেড়ে শিল্পের জড়তে
যেতে চাও!
প্রতীক অরণ্যে তুমি মায়া বনদেবী?
তোমার হাসিতে যেন ইতালির এক শতাব্দীর মৃদু ছায়া
তোমার চোখের জলে ঝলকে ওঠে শিল্পের কিরণ
এ শিল্প মধুর কিন্তু ব্যক্তিগত নয়
শিল্প সহবাসে আমি তোমাকে স্বৈরিণী হতে
ছেড়ে দিব কোন্ প্রাণে বলো?
না, না, নীরা, ফিরে এসো, ফিরে এসো তুমি
তোমাকে আমার কিংবা আমাকে তোমার কোনো
নির্বাসন নেই

ফিরে এসো, এই বাহুঘেরে ফিরে এসো!

সারাটা জীবন

আমাকে দিও না শাস্তি, শিয়রের কাছে কেন এত নীল জল
কোথাও বোঝার ভুল ছিল, তাই ঝড় এলো সন্ধের আকাশে
আমাকে দিও না শাস্তি, কেন ফেলে চলে গেলে অসমাপ্ত বই
চতুর্দিকে এত শব্দ, শব্দ গিরিবর্তে ঝোলে অদ্ভূত শূন্যতা
আকাশের গায়ে গায়ে কালো তাঁবু, জগতের সব দীন দুঃখী শুয়ে আছে
একজন শুধু বইরে, তুমি তার একাকিত্ব তুলে নাও মরাল গ্রীবার মতো হাতে
আমাকে দিও না শাস্তি, নীরা, দাও বাল্য- প্রেমিকার স্নেহ, সারাটা জীবন
আমি
অবাধ্য শিশুর মতো প্রশ্রয় ভিখারী!

সেই লেখাটা

সেই লেখাটা লিখতে হবে, যে লেখাটা লেখা হয়নি

এর মধ্যে চলছে কত রকম লেখালেখি
এর মধ্যে চলছে হাজার-হাজার কাটাকুটি
এর মধ্যে ব্যস্ততা, এর মধ্যে হুড়োহুড়ি
এর মধ্যে শুধু কথা রাখা আর কথা রাখা
শুধু অন্যের কাছে, শুধু ভদ্রতার কাছে, শুধু দীনতার কাছে
কত জায়গায় ফিরে আসবো বলে আর ফেরা হয়নি
অর্ধ-সমাপ্ত গানের ওপর এলিয়ে পড়েছিল ঘুম

মেলায় গে উষ্ণতা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম
শোধ দেওয়া হয়নি সে ঋণ
এর মধ্যে চলেছে প্রতিদিন জেগে ওঠা ও জাগরণ থেকে ছুটি
এর মধ্যে চলেছে আড়চোখে মানুষের মুখ দেখাদেখি
এর মধ্যে চলছে স্রোতের বিপরীত দিক ভেবে স্রোতেই ভেসে যাওয়া
শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা
ব্যস্ততম মুহূর্তের মধ্যেও একটা ঝড়ে-ওড়া শুকনো পাতা
শুধু অপেক্ষা

সেই লেখাটা লিখতে হবে, যে লেখাটা লেখা হয়নি!

হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ

হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ তোমাদের জন্য।
চঞ্চল সুখ সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি
তোমার জীবন ও জীবন যাপনে এনো বিশুদ্ধ ইয়ার্কি
তোমরা আকাশ থেকে এনো মুক্তি ফল, যার বর্ণ সোনালি, পায়ের তলায়
ভূমি থেকে রক্ত ধোয়া শস্য
তোমরা নদীগুলিকে স্রোতস্বিনী রেখো, নারীদের
কূল প্লাবিনী
তোমাদের সঙ্গিনীরা যেন আমাদের নারীদের মতন
ভালোবাসা চিনতে ভুল না করে
তোমাদের ছাপাখানা যেন নিরুপদ্রব খোলা থাকে
তোমাদের কালের মানুষ যেন শুধু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই
উপবাস করে মাসে একদিন

তোমরা মুছে ফেলো সংখ্যাতত্ত্ব, যাতে তোমাদের বিদ্যুতের
হিসেব কষতে না হয়
কয়লার মতন কোনো কালো রঙের জিনিস তোমরা
কোনদিন শয়ন ঘরে আলোচনায় এনো না
তোমাদের গৃহে আসুক গোলাপ গন্ধময় শান্তি, তোমরা সারা রাত
বাড়ির বাইরে ঘুরে বেড়িও
হে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ, আত্ম প্রতারণাহীন ভাষণে পবিত্র হোক
তোমাদের হৃদয়
তোমরা নিষ্পাপ বাতাসে আচমন করে কুণ্ঠাহীন
সম্ভোগে মেতে থেকো
তোমরা পাতাল রেলে চেপে নিয়মিত যাওয়া আসা ক'রো স্বর্গে!

হে পিঙ্গল অশ্বারোহী

হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
ঐ দ্যাখো থেমেছে সময়
দিগন্তের কিছুটা ওপারে
থেমে গেল বারুদের ঝড়
আকাশ একাকী ছিল চাঁদ
তাকে খেল পাহাড়ী ভল্লুকে
হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
চেয়ে দ্যাখো তোমার দক্ষিণে
লাফ দিয়ে উঠেছে শূন্যতা
পাহাড়ের মতো সে বিশাল
বাঘের থাবার মতো ক্রুর

হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
উত্তর বাহুতে টানো রাশ
কপালে জমেছে এত স্বেদ
শরীরে অস্ত্রের গুরুভার
একবার তাকাও বাঁ দিকে
শুয়ে আছে নিস্পাদপ মাঠ
এবং তা এমনই নীরব
মনে হয় শূন্যতাও নেই
হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
সম্মুখে পবিত্র অন্ধকার
সব পথ গেছে নিরুদ্দেশে
নিরুদ্দেশও আজ দেশ ছাড়া
অরণ্য পাহাড় কেটে গড়া
যত ছিল মায়া জনপদ
সব যেন ডানা মেলে আছে
হে পিঙ্গল অশ্বারোহী, থামো
চেয়ে দ্যাখো, থেমেছে সময়।